DEC. 29 2001

দৈনিক জনকণ্ঠ

তারিখ ... ...
পৃষ্ঠা ১০ কলাম ৩.....

প্রাথমিক স্তরে সাড়ে সাত কোটির মধ্যে আড়াই কোটি বই পৌঁছেছে জেলা পর্যায়ে

শরিফুজ্জামান পিন্টু

প্রাথমিক স্তরে সাড়ে সাত কোটি বইয়ের মধ্যে বৃহস্পতিবার পর্যন্ত জেলা পর্যায়ে আড়াই কোটি বই পৌঁছে গেছে। মাধ্যমিক স্তরে ৬০টি বইয়ের ১১টি আগামী ২ জানুয়ারি থেকে বাজারে পাওয়া যাবে। প্রধানমন্ত্রী বেগম খালেদা জিয়া আগামী পহেলা জানুয়ারি ঢাকা আন্তর্জাতিক বইমেলা উদ্বোধনের পর আনুষ্ঠানিকভাবে বাচ্চাদের হাতে বই তুলে দিয়ে বিনামূল্যে প্রাথমিকের বই বিতরণ উদ্বোধন করবেন। শিক্ষা মন্ত্রণালয় ও প্রকাশকদের সঙ্গে কথা বলে জানা গেছে, আগামী ১৫ জানুয়ারির মধ্যে প্রাথমিক ও মাধ্যমিকের সকল বই দেশের সর্বত্র সহজলভ্য হয়ে যাবে। দুই স্তরে ১৯টি বই তড়িঘড়ি করে শেষ মুহূর্তে সংশোধন করা না হলে ঠিক পহেলা জানুয়ারি সর্বত্র বই পৌঁছে যেত বলে প্রকাশকদের অভিমত।

মাধ্যমিক স্তরের ৬০টি বইয়ের ১১টি ২ জানুয়ারি বাজারে পাওয়া যাবে

জানা যায়, পাঠ্যপুস্তক বোর্ড ও প্রকাশকদের মধ্যে চিরাচরিত বৈরী মনোভাব ঘুচিয়ে দেয়ায় এ বছর প্রকাশকরা আন্তরিকভাবে সরকারকে সহযোগিতা করেছে। গত বছরের বই কেলেঙ্কারির মূল কারণ ছিল বোর্ডের সঙ্গে প্রকাশকদের দূরত্ব ও বৈরী মনোভাব। সরকার ক্ষমতায় আসার পর শিক্ষা প্রতিমন্ত্রী এহছানুল হক মিলনের মধ্যস্থতায় এই পরিস্থিতির অবসান হয়। মন্ত্রণালয়, বোর্ড এবং প্রকাশকসহ সংশ্লিষ্ট সকলের প্রত্যাশা– বই নিয়ে বড় ধরনের বিপর্যয় ও কেলেঙ্কারির সম্ভাবনা এখন আর নেই।

জানা যায়, প্রাথমিকের আড়াই কোটি বই ইতোমধ্যে দেশের বিভিন্ন জেলায় পৌঁছে গেছে। কেবল সংশোধিত আটটি বইয়ের এক কোটি একত্রিশ লাখ কপি পৌঁছতে জানুয়ারির দ্বিতীয় সপ্তাহ লেগে যাবে। প্রকাশকদের কয়েকজন জানান, এই আটটি বই ছাপার কাজ ইতোমধ্যে শুরু হয়েছে। উল্লেখ্য, প্রাথমিক স্তরে শতকরা ৩৮ ভাগ বই রিইউজ হয়। মধ্য জানুয়ারি নাগাদ দেশের সর্বত্র প্রাথমিকের বই পৌঁছে যাবে বলে সংশ্লিষ্ট সকলে নিশ্চিত।

এদিকে মাধ্যমিকের ৬০টি বইয়ের মধ্যে ১১টি বই বাজারজাত করা শুরু হবে ২ জানুয়ারি থেকে। এসব বইয়ের মধ্যে রয়েছে ষষ্ঠ, সপ্তম ও অষ্টম শ্রেণীর ইংরেজী ও গণিত এবং নবম শ্রেণীর বীজগণিত, জ্যামিতি, গদ্য, পদ্য ও ইংরেজী। এছাড়া আগামী ৯ জানুয়ারি দ্বিতীয় পর্যায়ে ২৮টি এবং ১৫ জানুয়ারি তৃতীয় পর্যায়ে বাকি ২১টি বই বাজারে আসবে। উল্লেখ্য, মাধ্যমিকের বই বাজারজাত হয় প্রাইভেট নেটওয়ার্কের মাধ্যমে। দেশের বিভিন্ন অঞ্চল থেকে বই বিক্রেতারা বাংলাবাজার এসে নগদ টাকায় বই কিনে নিয়ে যান। ২ জানুয়ারি তাঁরা মাধ্যমিকের ১১টি বই কিনতে পারবেন। বাকি বই ৯ ও ১৫ জানুয়ারি সরবরাহ করা যাবে বলে প্রকাশকরা জানিয়েছেন। বাংলাদেশ মুদ্রণ শিল্প সমিতির সভাপতি রাব্বানি জব্বার জনকণ্ঠকে বলেন, পাঠ্যপুস্তক নিয়ে কেলেঙ্কারির আর কোন সম্ভাবনা নেই। শিক্ষা প্রতিমন্ত্রীর আন্তরিকতায় এ বছর বেশিরভাগ পেশাদার প্রকাশক কাজ পেয়েছেন। যে কারণে কাজের সহায়ক পরিবেশ বজায় ছিল। তাছাড়া প্রতিবছর এনসিটিবি এবং প্রকাশকদের মধ্যে যে গ্যাপ সৃষ্টি করা হয় তা বহুলাংশে কমিয়ে আনতে প্রতিমন্ত্রী গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখেন।